কালু নামে কাকতাড়ুয়া

পূর্ণেন্দু পত্রী



এক ছিল কাকতাড়ুয়া। নাম তার কালু। খড়ের হাত। খড়ের পা। খড়ের শরীর। পোশাক বলতে সাত-তালি এক কামিজ আর খাটো একটা ধুতি। দুহাতে দুটো করে খালি টিনের কৌটো ঝোলানো। একটু বাতাস পেলেই তারা দোলে—ঠন্ ঠন্ ঝন্-ঝন্। অমনি খুশীতে নেচে ওঠে কালুর মন। না আছে ঘর, না আছে দোর। মাঠের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে দিনভোর, মাটিতে গাঁথা একটা লম্বা লাঠির উপর ভর দিয়ে। মাথা বলতে একটা মাটির হাঁড়ি। সেটার গায়ে কে যেন এঁকে দিয়েছে দুটো গোল চোখ। আর হাঁ-করা মুখে লম্বা লম্বা দাঁত। কোঁচকানো ভুরু। দেখলেই ভয়ে বুক দুরু দুরু। সত্যিই তাই। মাঠের চারপাশে যেখানে যত প্রাণী, কালুকে দেখলেই ভয়ে কাঠ। কালু যেন মাঠের সম্রাট।



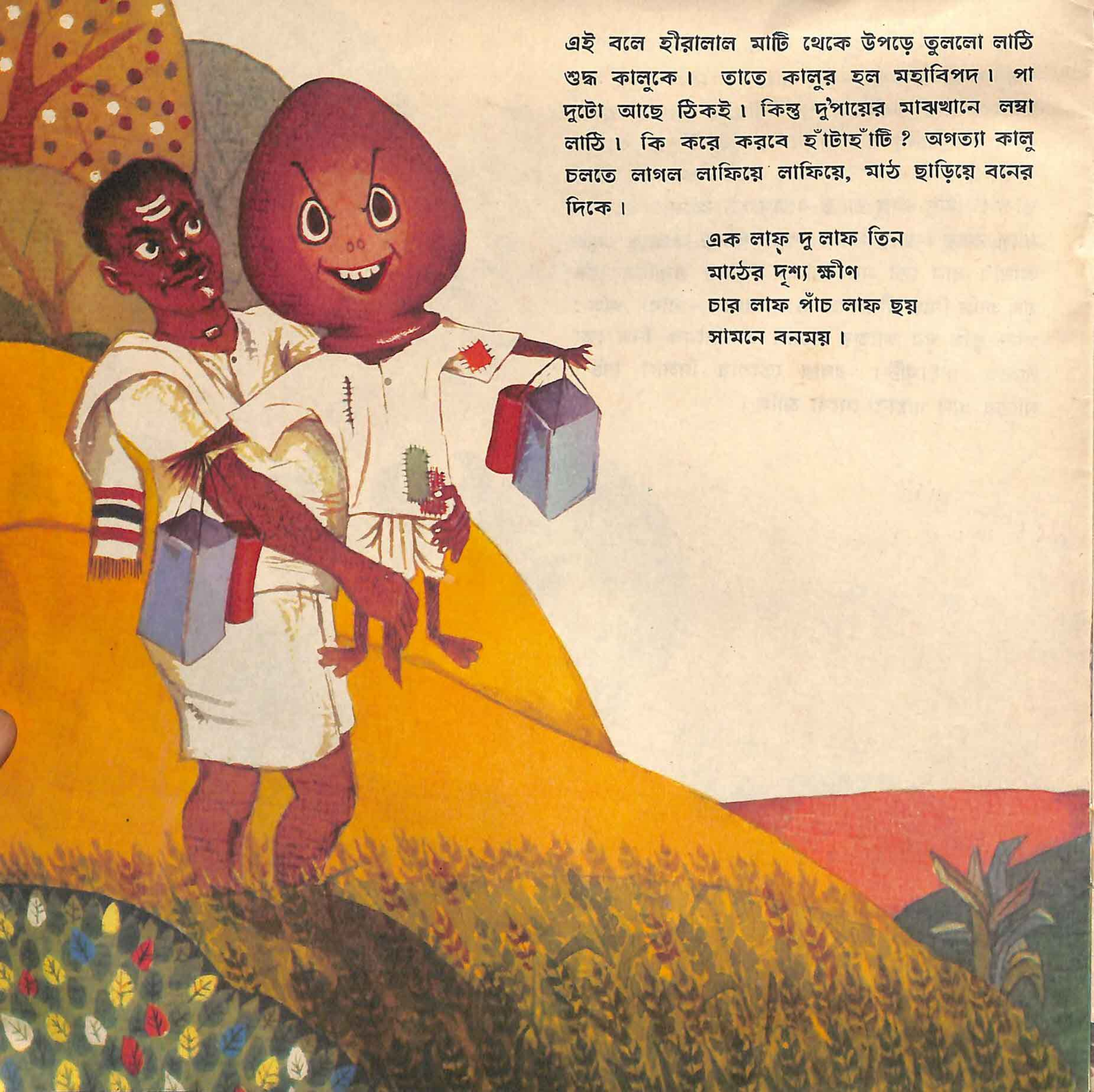
এতে কালুও খুব খুশী। বনের জন্তু-জানোয়ারদের ভয় দেখানোই তো তার কাজ। সেইজন্যেই তো তাকে মাঠের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখেছে হীরা-লাল, তার মালিক। চারপাশে চড়ুই, ইঁদুর, শুয়োর, আর গরুর ঝাঁক। সকলেরই মাঠের ফসলের দিকে তাক। কিন্তু কালু আছে বলে কেউ ঘেঁসতে পারে না ধারে-কাছে। তার ফলে এবারে ধানও ফলেছে ষোল আনা। ধান তো নয় সোনার দানা। একদিন এক মুখ হাসি নিয়ে হীরালাল এসে বললে—বাবা কালু! সত্যি তুমি খুব কাজের ছেলে। তা অনেক দিন তো করলে খাটাখুটি। এবার তোমায় দিলাম ছুটি। মাঠের ধান পাহারা দেবো আমি।

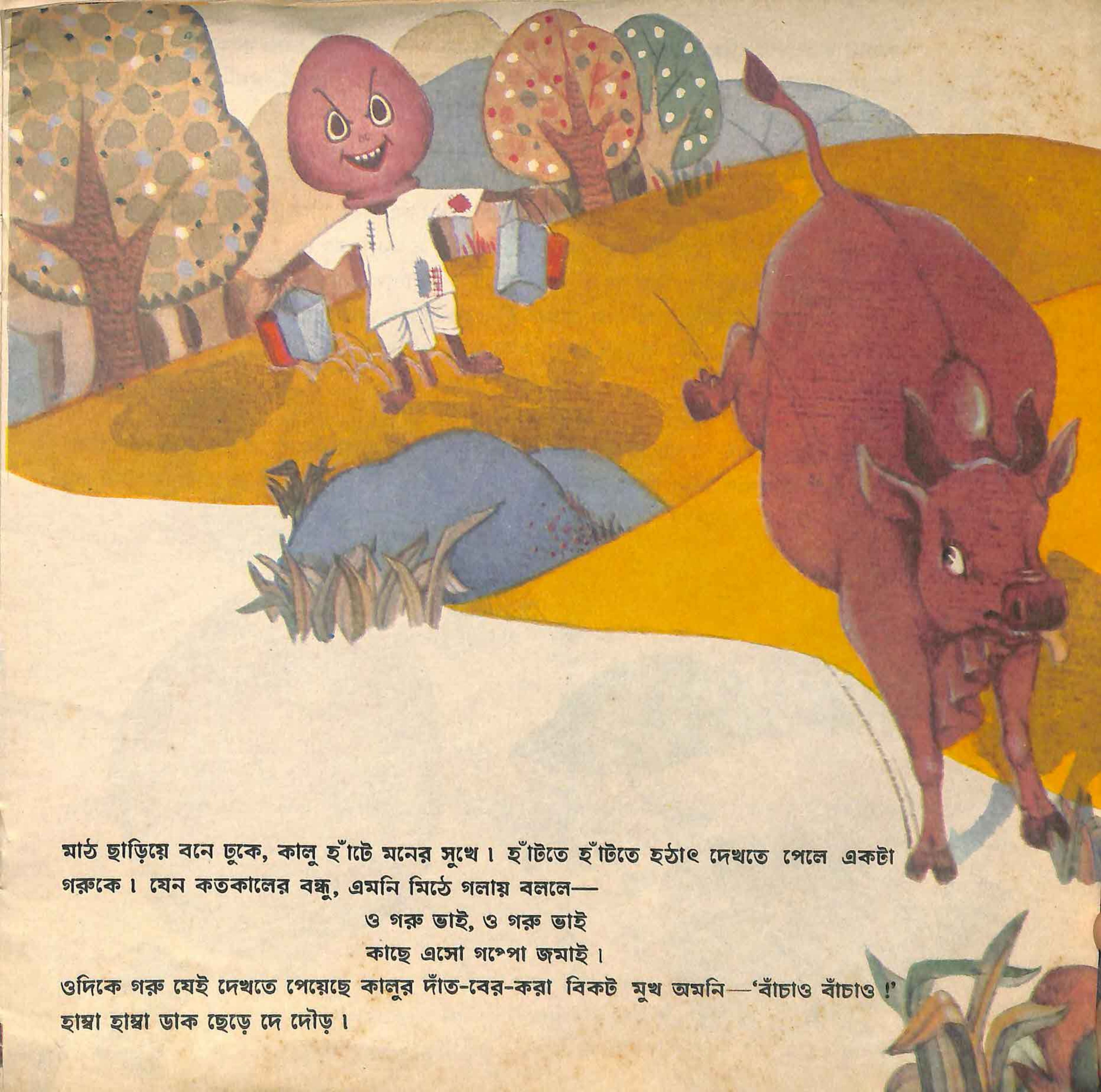




এই বলে হীরালাল মাটি থেকে উপড়ে তুললো লাঠি শুদ্ধ কালুকে। তাতে কালুর হল মহাবিপদ। পা দুটো আছে ঠিকই। কিন্তু দু'পায়ের মাঝখানে লম্বা লাঠি। কি করে করবে হাঁটাহাঁটি? অগত্যা কালু চলতে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে, মাঠ ছাড়িয়ে বনের দিকে।

এক লাফ্ দু লাফ তিন
মাঠের দৃশ্য ক্ষীণ
চার লাফ পাঁচ লাফ ছয়
সামনে বনময়।





মাঠ ছাড়িয়ে বনে ঢুকে, কালু হাঁটে মনের সুখে। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ দেখতে পেলে একটা গরুকে। যেন কতকালের বন্ধু, এমনি মিঠে গলায় বললে—

ও গরু ভাই, ও গরু ভাই
কাছে এসো গপ্পো জমাই।

ওদিকে গরু যেই দেখতে পেয়েছে কালুর দাঁত-বের-করা বিকট মুখ অমনি—'বাঁচাও বাঁচাও!' হাম্বা হাম্বা ডাক ছেড়ে দে দৌড়।

লজ্জায় লাল হয়ে গেল কালুর মুখ। লাফিয়ে লাফিয়ে আবার এগিয়ে চলল বনের ভিতর। খানিক গিয়েই মুখোমুখি হল এক শুয়োর ছানার। যেন অনেক দিনের পরিচয়, এমনি দরদ-ভরা গলায় কালু বলে উঠল—

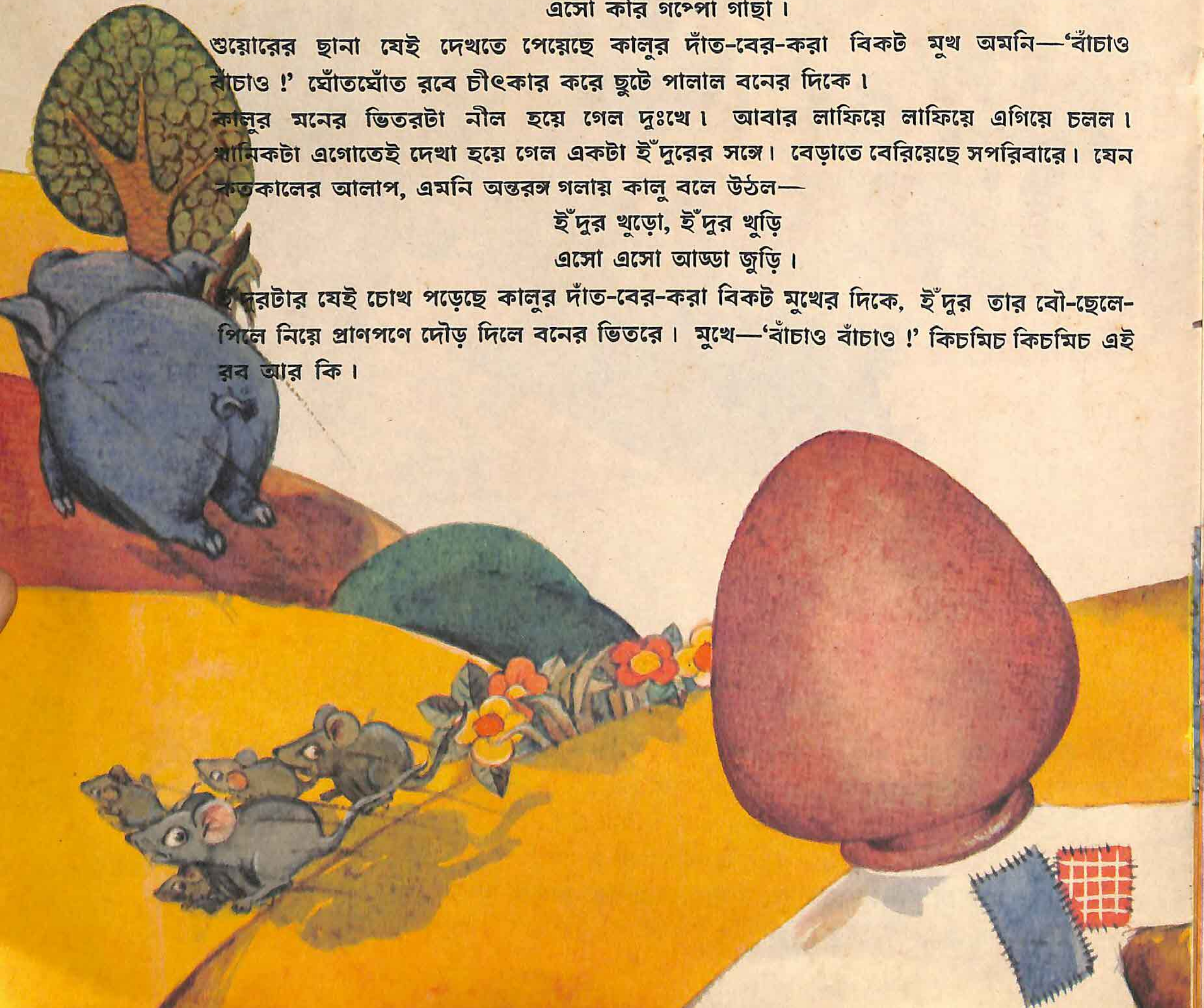
শুয়োরের ছা, শুয়োরের ছা
এসো করি গপ্পো গাছা।

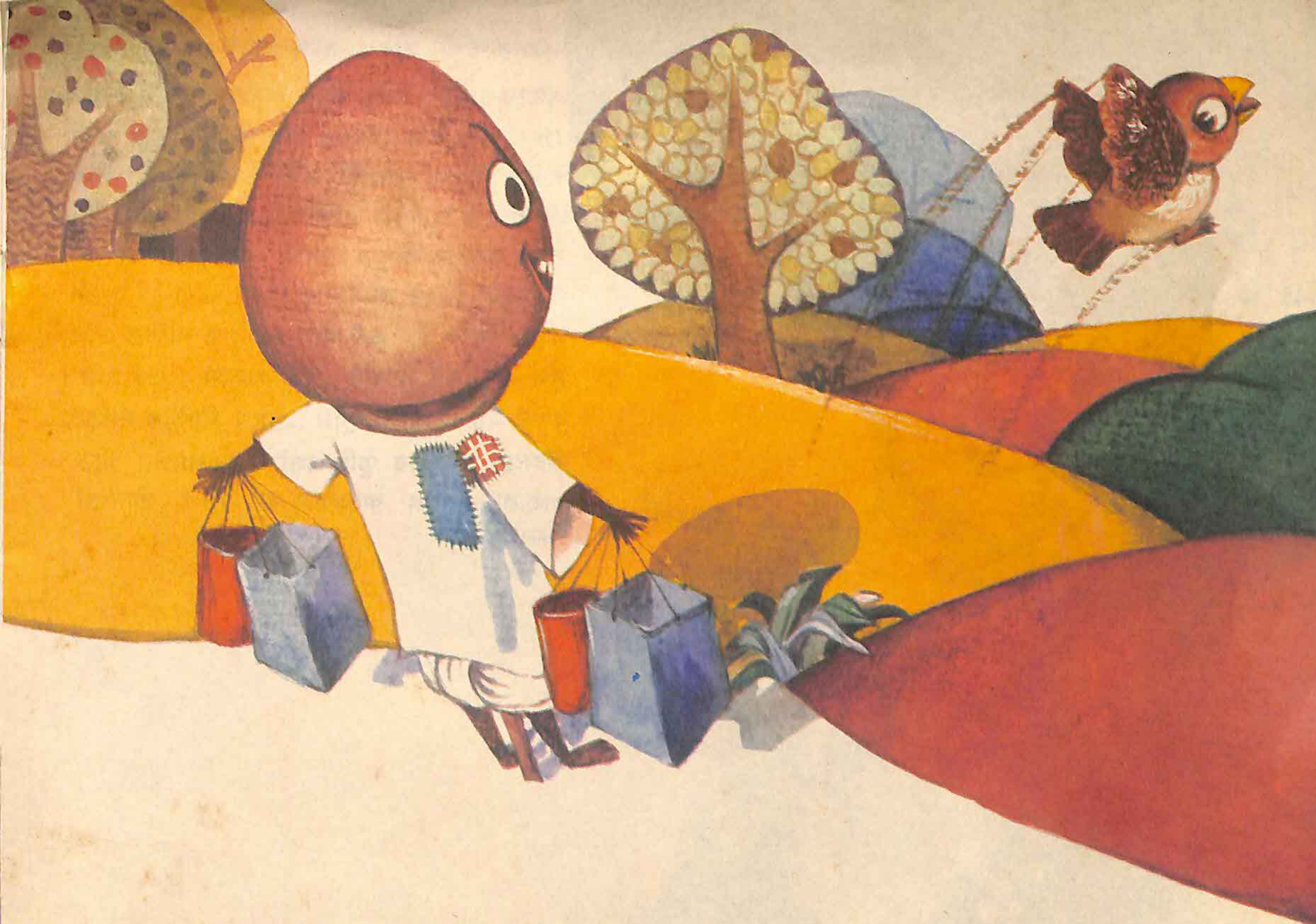
শুয়োরের ছানা যেই দেখতে পেয়েছে কালুর দাঁত-বের-করা বিকট মুখ অমনি—'বাঁচাও বাঁচাও!' ঘোঁতঘোঁত রবে চীৎকার করে ছুটে পালাল বনের দিকে।

কালুর মনের ভিতরটা নীল হয়ে গেল দুঃখে। আবার লাফিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে চলল। খানিকটা এগোতেই দেখা হয়ে গেল একটা ইঁদুরের সঙ্গে। বেড়াতে বেরিয়েছে সপরিবারে। যেন কতকালের আলাপ, এমনি অন্তরঙ্গ গলায় কালু বলে উঠল—

ইঁদুর খুড়ো, ইঁদুর খুড়ি
এসো এসো আড্ডা জুড়ি।

ইঁদুরটার যেই চোখ পড়েছে কালুর দাঁত-বের-করা বিকট মুখের দিকে, ইঁদুর তার বৌ-ছেলে-পিলে নিয়ে প্রাণপণে দৌড় দিলে বনের ভিতরে। মুখে—'বাঁচাও বাঁচাও!' কিচমিচ কিচমিচ এই রব আর কি।





কালুর যেন চোখ ফেটে জল গড়িয়ে পড়ছে কষ্টে। কষ্ট সামলে আবার সে লাফিয়ে হাঁটতে লাগল। একটু যেতে-না-যেতেই দেখা হয়ে গেল এক চড়ুই পাখির সঙ্গে। যেন অনেকদিনের ভাবসাব, এমনি দরদী গলায় কালু বলে উঠল—

চড়ুই আমার সোনা পাখি
তোর মিঠে গান শোনা বাকি।

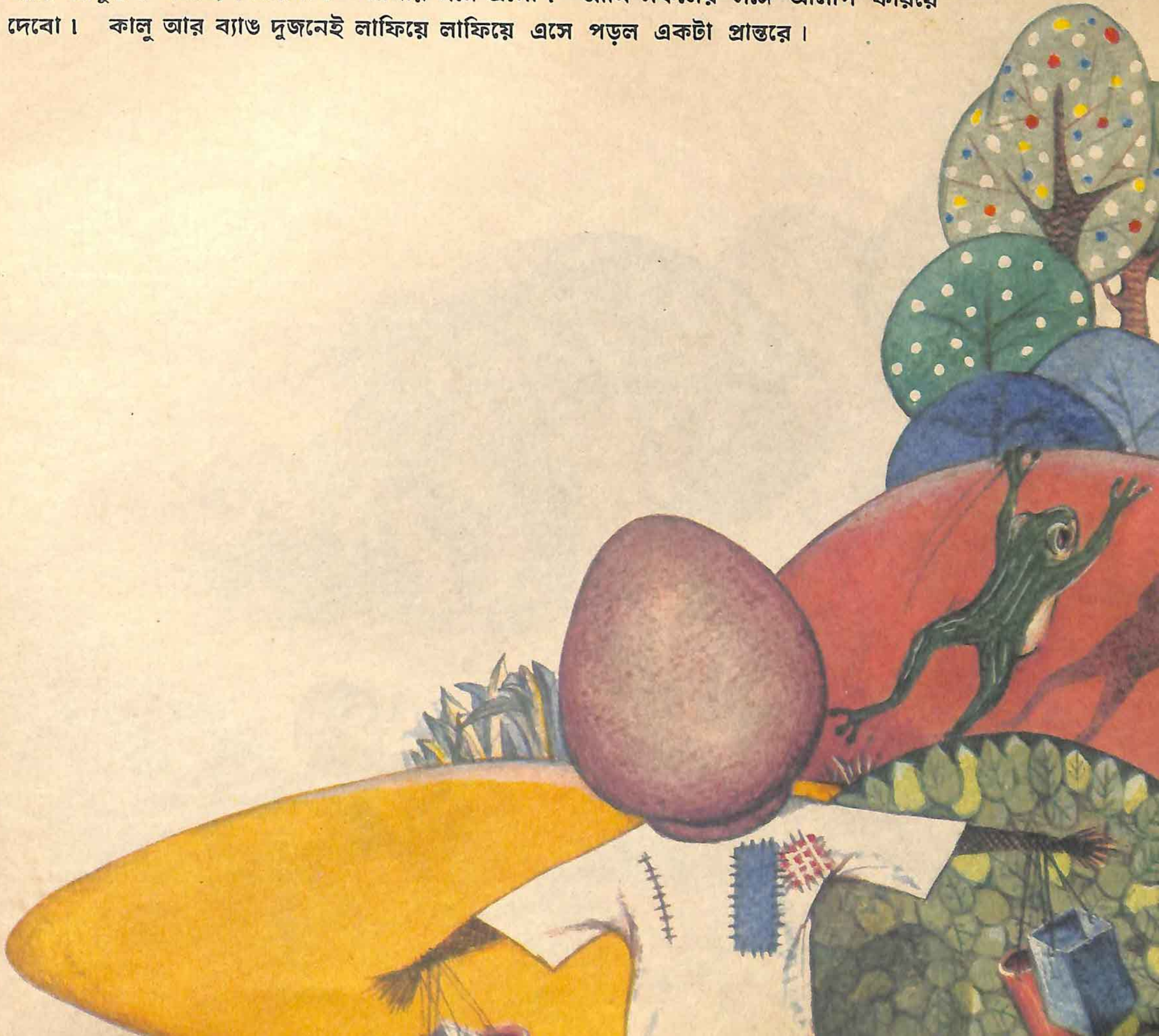
ওদিকে চড়ুইটার যেই চোখ পড়েছে কালুর দাঁত-বের- করা মুখের দিকে অমনি—'বাঁচাও, বাঁচাও !' কিচির মিচির ! ডাক ছেড়ে চড়ুই উড়ে পালাল বনের সবচেয়ে উঁচু গাছের মগডালে।



কালুর তখন সত্যিই চোখ ফেটে জল। একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে অঝোরে কেঁদে চলেছে সে। আর তার চোখের জল টুপটুপ করে ঝরে পড়ছে নীচের ঝোপে। তখন ঝোপের নীচে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল একটা কোলা ব্যাঙ। সে হল ব্যাঙ বংশের ঠাকুর দাদা। গায়ে জল পড়তেই আচমকা ভেঙে গেল তার ঘুম। ওমা! বৃষ্টি পড়ছে নাকি? এই বলে ঝোপের বাইরে এসে মুখ বাড়াতেই দেখতে পেল কালুকে। ওঃ হরি! বৃষ্টি নয় দেখছি! তুমি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছো? আরে তুমি সেই হীরালালের মাঠ পাহারা দেবার কাকতাড়ুয়া নও? কাঁদছো কেন?

কালু বললে—আজ ছিল আমার ছুটির দিন। তাই ভাবলুম বেড়াই বনে। ভাব জমবে সবার সনে। আজ তো আমি কাউকে ভয় দেখাচ্ছি না। কিন্তু কেউ আমার সঙ্গে ভাব করতে চাইছে না।

ব্যাঙ–ঠাকুরদা বললে, কেঁদোনা। আমার সঙ্গে এসো। আমি সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবো। কালু আর ব্যাঙ দুজনেই লাফিয়ে লাফিয়ে এসে পড়ল একটা প্রান্তরে।



তখুনি তাদের সামনে আছড়ে পড়ল চড়ুই পাখিটা। তার ডানায় লেগেছে চোট। সে আর উড়তে পারছে না। সে করুণ গলায় বললে—আমি গিয়েছিলাম হীরালালের মাঠে ধান চুরি করতে। আজ মাঠে কাকতাড়ুয়া ছিল না, তাই। কিন্তু হীরালাল যে মাঠে ছিল দেখিনি। সে আমাকে ছুঁড়ে মেরেছে একটা ঢিল। আমার ডানা গেছে ভেঙে।



তখ্যুনি পাশ থেকে শোনা গেল কিচমিচ কিচমিচ শব্দ। সেই ইঁদুর আর তার বৌ-ছেলে-পিলে এসে দাঁড়াল কালু আর ব্যাঙ-ঠাকুরদার সামনে। ইঁদুর করুণ গলায় বললে—আমি গিয়েছিলাম হীরালালের মাঠে ধান চুরি করতে, আজ মাঠে কাকতাড়ুয়া ছিল না, তাই। কিন্তু হীরালাল যে মাঠে ছিল দেখিনি আমাকে ছুঁড়ে মেরেছে একটা পাথর। আমার পা গেছে ভেঙে। আর হাঁটতে পারছি না।



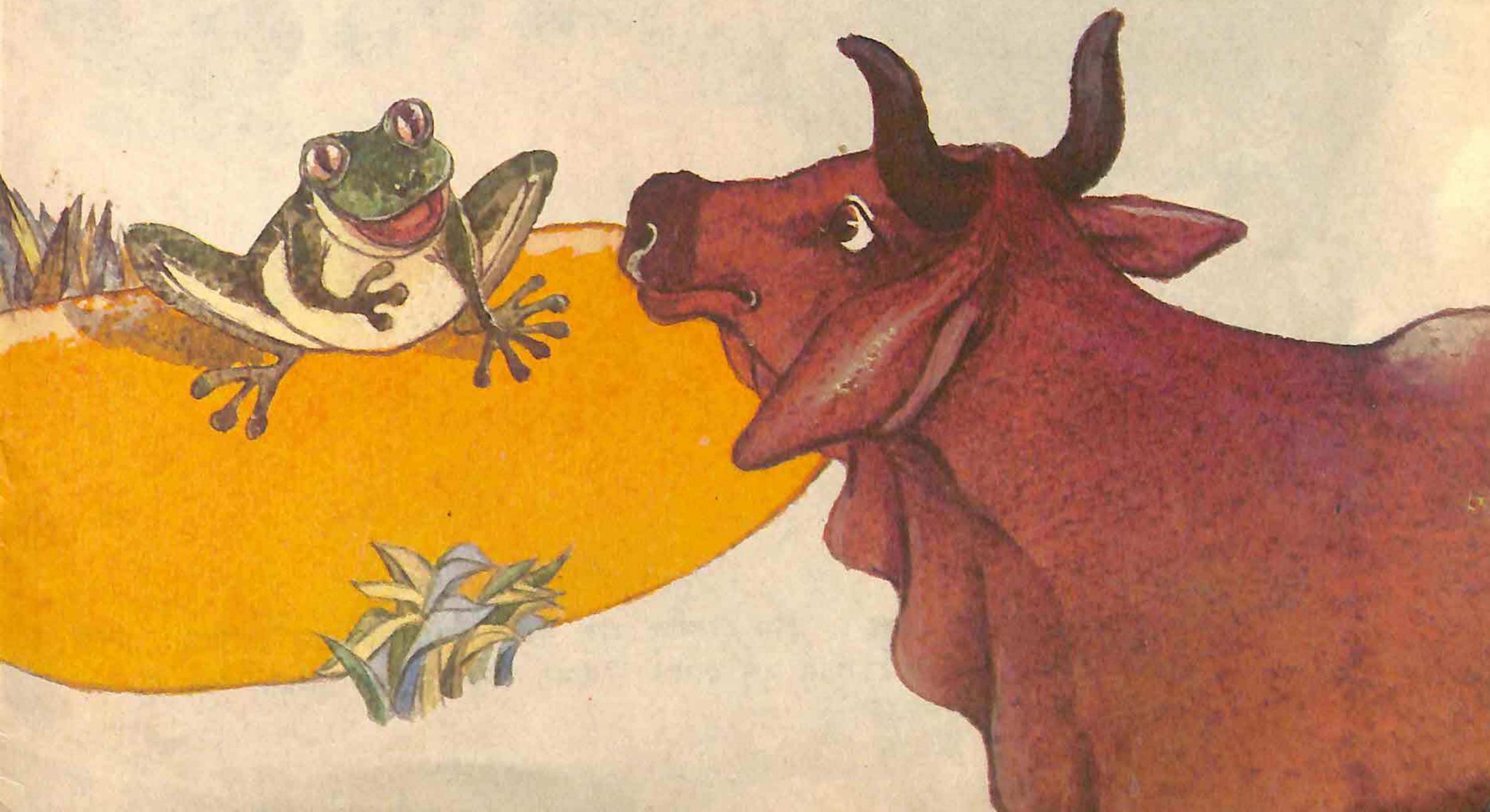
এই সময়ে তাদের সামনে এসে হাজির শুয়োর ছানা কঁকাতে কঁকাতে। সে করুণ গলায় বললে—আমি গিয়েছিলাম হীরালালের মাঠে ধান চুরি করতে, আজ মাঠে কাকতাড়ুয়া ছিল না, তাই। হীরালাল যে মাঠে ছিল দেখিনি। আমাকে ছুঁড়ে মেরেছে একটা পাথর। লেগেছে কোমরে। আমি আর বসতে পারছিনা।

একটু পরেই সেখানে এসে দাঁড়াল সেই গরু। তারও একই কথা একই ব্যথা। হীরালাল তাকে ছুঁড়ে মেরেছে পাথর। লেগেছে পেটে। আর কথা বলতে পারছে না।



সকলের সব কথা শুনে ব্যাঙ-ঠাকুরদা বললে—দেখছো তো, কালু তোমাদের এতকাল শুধু ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু আঘাত করেনি। সবাই বলে উঠল—সত্যি তাই! সত্যি তাই! ব্যাঙ–ঠাকুরদা বললে—আজ ও বেচারার ছুটির দিন। তাই তোমাদের সঙ্গে ও মিতালি পাতাতে চায়।

কালু বললে—আমি তোমাদের ভয় দেখাতাম, কারণ ওটাই ছিল আমার কাজ। আজ ছুটির দিন। আজ কেন তোমরা আমার বন্ধু হবে না?





চড়ুই বললে—ঠিক বলেছ। তুমি তোমার কাজ করেছ আমাদের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু আঘাত করনি। আমি তোমার বন্ধু হলাম। তখন অন্যরাও এক গলায় বলে উঠল—আমরাও, আমরাও।

এর পর থেকে হল কি, কালুর যেদিন ছুটি থাকে সে সোজা চলে আসে বনের ভিতরে। বন্ধুদের সঙ্গে গপ্পো-গুজব করে মনের আনন্দে দিন কাটায়। আর যেদিন মাঠের মধ্যে কাজ করে, সেদিন ভয়ে কেউ তার ধারে-কাছে যায় না। কালু মনে মনে বলে—কবে আসবে ছুটির দিন। নাচবো গাইবো— তা-ধিনধিন।



শিশু পাঠ ভবন

কালু নামে কাকতাড়ুয়া

পূর্ণেন্দু পত্রী

Kalŭ Namÿe Kaktarúa

By Purnĕndú Pátrie

English text by Shakuntala Devi and Monisha Bobb
Retold in Bengali by Purnendu Patrie
Illustrated by Rathin Roy
Bengali script by Prasanta Sur

English edition published by Thomson Press (India) Limited 1978
Bengali edition published by Sishu Path Bhaban 1979

Made and printed in India by:

Thomson Press (India) Limited
Faridabad : Haryana

পরিবেশনে : দি নিউ বুক স্টল
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মূল্য : ২·৯৫ টাকা

বিশ্ব-শিশুবর্ষে প্রকাশিত

